

## ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত বাক প্রত্যঙ্গ ও উচ্চারিত ধ্বনি

### ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (Word - কে) বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো ধ্বনি পাই।

### স্বরধ্বনি

যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ - ও পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাকে আশ্রয় করে অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি (Vowel Sound) বলে। যেমন, “আ, অ্যা, এ, ও”।

### ব্যঞ্জন ধ্বনি

যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না, এবং সাধারণত: যে ধ্বনি অপরধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে (Consonant Sound) বলে; যেমন, “ক্, চ্, ড্, শ্” ইত্যাদি। এগুলিকে শ্রুতিযোগ্য করে প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ করতে হলে, স্বরধ্বনির আশ্রয় লইতে হয়; যেমন, “ক” (=ক্+অ), “কা” (ক্+আ), “অক্,” “কি” (ক্+ই), “চি” (চ্+ই), “এচ্,” “আড্,” “ইশ্” ইত্যাদি।

### বর্ণ

১. বর্ণ হচ্ছে ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন।
২. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীককে বর্ণ বলা হয়।
৩. লিখন-কার্যে যে-সমস্ত চিহ্ন-দ্বারা এই-সকল ধ্বনির নির্দেশ করা হয়, সেগুলিকে বর্ণ (Letter) বলে; যেমন, “অ, ই, ক, শ, ল” ইত্যাদি। স্বরধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে স্বর-বর্ণ (Vowel Letter) ও ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক চিহ্নকে ব্যঞ্জন বর্ণ (Consonant Letter) বলে।

### বর্ণমালা

কোনো ভাষা লিখিতে যে-সকল ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলে।

বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০ টি বর্ণ আছে।

১। স্বরবর্ণ-১১ টি

২। ব্যঞ্জনধ্বনি-৩৯ টি

১। স্বরবর্ণ - অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঐ ঔ = ১১ টি

২। ব্যঞ্জনবর্ণ - ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম = ২৫ টি

য র ল

শ ষ স হ

ড় ঢ় য় ঞ্

ং ঃ = ১৪ টি।

---

মোট = ৫০ টি

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি ধনিকে স্পর্শ ধনি বলে। এই ২৫ টি বর্ণকে বর্গীয় বর্ণ বলা হয়। গুচ্ছের ১ম ধনিটির নামানুসারে নামকরণ করা হয়। যেমন- ক খ গ ঘ ঙ = ক বর্ণ আবার চ ছ জ ঝ ঞ = চ বর্ণ। উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জন ধনিগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। কণ্ঠ্য বা জিহ্বা মূলীয় ধনি।
- ২। তালব্য বা অগ্রতালুজাত ধনি।
- ৩। মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্ত্য মূলীয় ধনি।
- ৪। দন্ত্য বা অগ্রদন্ত্যমূলীয় ধনি।
- ৫। ওষ্ঠ্য ধনি।

বাক প্রত্যঙ্গ

মানুষ কথা বলার সময় ফুস্ফুস থেকে আরম্ভ করে মুখবিবর দিয়ে অথবা নাসাপথ দিয়ে বাতাস বেড়িয়ে যাওয়ার সময় যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধনির সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তার নাম বাক প্রত্যঙ্গ।

ধনি উচ্চারণে যে সকল বাক প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়- ১। স্বরযন্ত্র, ২। স্বরতন্ত্রী, ৩। বায়ুনালী, ৪। গলনালী, ৫। নাসিকাপথ, ৬। মুখবিবর, ৭। তালু, ৮। জিহ্বা, ৯। দন্ত, ১০। আলজিহ্বা, ১১। ওষ্ঠ্য

কোন কোন বাগ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন কোন ধনি উচ্চারিত হয়-

১। ওষ্ঠ্যধনি, ২। দন্তৌষ্ঠ্য ধনি, ৩। দন্ত্যধনি, ৪। দন্তমূলীয় ধনি, ৫। দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধনি, ৬। পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধনি, ৭। অগ্রতালব্য ধনি, ৮। জিহ্বামূলীয় ধনি, ৯। আলজিহ্বা ধনি, ১০। গলনালীধনি, ১১। কণ্ঠমূলীয় ধনি।

- ১। ওষ্ঠ্যধনি: বাংলা প বর্গীয় ধনি = প ফ ব ভ ম
- ২। দন্তৌষ্ঠ্য ধনি = ইংরেজি (F, V) ইত্যাদি।
- ৩। দন্ত্যধনি = বাংলা ত বর্গীয় ধনি। যেমন- ত থ দ ধ
- ৪। দন্তমূলীয় ধনি = ন র ল
- ৫। দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধনি = বাংলা ট বর্গীয় ধনি- ট ঠ ড ঢ, ঙ্গ
- ৬। পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধনি = শ
- ৭। অগ্রতালব্য ধনি = চ ছ জ ঝ
- ৮। জিহ্বামূলীয় ধনি = বাংলা ক খ গ ঘ ঙ
- ৯। আলজিহ্বা ধনি =
- ১০। গলনালী ধনি =
- ১১। কণ্ঠমূলীয় ধনি = হঃ

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধনির বর্ণনা -

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ শ য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ্য	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খঙ-ত (ৎ)- কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি ‘ত’ বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত)- এর রূপভেদ মাত্র।

! ৪ ° - এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

ঙ ঞ ণ ন ম - এ পাঁচটি বর্ণ এবং ! ও° যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

#### স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং ঈ- ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অত্রাতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে। এ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ই-ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ-ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। ই ঈ এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় সম্মুখ ধ্বনি। ই এবং ঈ-র উচ্চারণের বেলায় জিহ্বা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি। এ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং আ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।

উ এবং উ- ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা আরও একটু নিচে আসে। অ-ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। উ উ ও অ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলা হয়। উ ও উ-ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাৎ, স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এবং অ- নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসূত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ উ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	